সমকাল

তারিখ: 03.DEC.2016 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

প্রধান শিক্ষক নেই ১৩৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

■ ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর ও নান্দাইল উপজেলার ৪৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩৯টি বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক। অবসর গ্রহণ, অন্যত্র বদলি হওয়া ও মৃত্যুজনিত কারণে প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রশাসনিক কাজসহ ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ওই অবস্থা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা পত্র পাঠিয়েছেন।

ঈশ্বরগঞ্জ গৌরীপুর ও নান্দাইল

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় নতুন সরকারি ও সরকারি মিলিয়ে ১৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সরকারি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৪৭টি। ২৩ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষা বিভাগকে। চাপিলাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলী সিদ্দিক বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের চাহিদাপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গৌরীপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৪টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষক পদেও শূন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি। প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাহত হচ্ছে কার্যক্রম। উপজেলার ধুরুয়া, পাছার, ছিলিমপুর, ধীতপুর, উখাকান্দা, বালিজুরীরা, কড়েহা, রামকৃষ্ণপুর, তেশিরা, ভালুকপুর, মাওহা, তেলিহাটি, পাল্টিপাড়া, দক্ষিণ লামাপাড়া, নহাটা, পূর্ব ভালুকপুরসহ ৪৪ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। ওই অবস্থায় বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন সহকারী শিক্ষকরা। গত ১৬ আগস্ট এ তথ্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠায় শিক্ষা অফিস।

গৌরীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. জহির উদ্দিন বলেন, প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক দিয়ে। দ্রুত শিক্ষক দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

নান্দাইল উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে। এ ছাড়া ৭৫ সহকারী শিক্ষক সংকট রয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষক না থাকায় পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বিদ্যালয়গুলোকে।

ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফিউল হক সমকালকে বলেন, 'একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান না থাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রধানের প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নানা প্রকার সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।